

106965 - এক ব্যক্তির দাদী অসুস্থ ও বেহ্শ। রোগ পালন না করার কারণে কি তাঁকে কাফ্ফারা দিতে হবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

প্রায় দেড় বছর ধরে আমার দাদী/নানী অসুস্থ। তাঁর হঁশ নেই, তিনি কথা বলতে পারেন না এবং খাবারদাবারও চান না। যদি আমরা তাঁকে কোন খাবার দেই তবে তিনি খান। তাঁর সাথে কেউ কথা বললে তিনি কদাচিং তাকে চিনতে পারেন। তাঁর যা প্রয়োজন সেটা ও তিনি আমাদেরকে বলেন না।[যেমন ধরুন তিনি বলেন না যে, আমি টয়লেটে যাব। আল্লাহ আপনাদেরকে সম্মানিত করুন**] তাঁর অবস্থা হলো- তিনি কোন নড়াচড়া ছাড়া বিছানার উপর ঘুমিয়ে থাকেন। তাঁর ছেলেরা তাঁকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। আমি তাঁর সিয়াম ও সালাতের ব্যাপারে জানতে চাই। আমরা কি তাঁর পক্ষ থেকে ফিদিয়া আদায় করব এবং ইতিপূর্বে গত অবস্থার জন্য আমাদের কোন করণীয় আছে কী?

[** আরবী ভাষাভাষীরা অপবিত্র জিনিস যেমন জুতো, টয়লেট ইত্যাদির কথা উল্লেখের পর সাধারণত “আল্লাহ আপনাদের সম্মানিত করুন” এই দু'আটি উল্লেখ করে থাকে।]

প্রিয় উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যিনি বয়সের ভাবে দেহ ও মনের চরম অবনতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন, তাঁর বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে, হঁশ থাকে না এমন ব্যক্তিনামায়-রোয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে যান। তাঁর উপর কোন কাফ্ফারাআদায় করাও আবশ্যিক নয়। কারণ মুকাল্লাফ(শরায়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত) হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছেবিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া।

নবীসাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :“তিনব্যক্তিরউপরথেকে (দায়িত্বের) কলমউঠিয়েনেয়াহয়েছেঃ (১) ঘুমস্তব্যক্তিজাগ্রতহওয়াপর্যন্ত (২) শিশুবালিগহওয়াপর্যন্তএবং (৩) পাগল বিবেকবুদ্ধিফিরেপাওয়াপর্যন্ত ।”[আবুদাউদ (৪৪০৩), তিরমিয়ী (১৪২৩), নাসাউ (৩৪৩২), ইবনেমাজাহ (২০৪১)]আবুদাউদবলেছেন: “এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে জুরাইজ কাসিম ইবনে ইয়াজিদ হতে, তিনি আলীরাদিয়াল্লাহু আনভুহতে, তিনি নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এবং এ বর্ণনাতে তিনি **وَالْخَرِفِ** (বয়োবৃদ্ধ) শব্দটি যোগ করেছেন। শাহীখ আলবানী এই হাদিসটিকে ‘সহীহ আবু দাউদ’গ্রন্থে সহীহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আউনুল মাবুদ গ্রন্থে বলেছেন:

“আলখারিফ”শব্দটি “আলখারাফ”শব্দ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো বার্ধক্যের কারণে বুদ্ধি লোপ পাওয়া। হাদিসে এ শব্দটির অর্থ হলো অতিশয় বৃদ্ধিব্যক্তি, বার্ধক্যের কারণে যার বুদ্ধি-বৈকল্য ঘটেছে। অতি বৃদ্ধি ব্যক্তির কথনো কথনো বুদ্ধিভ্রম হতে পারে। যারফলে তিনি ভালমন্দ বিচার করতে পারেন না। এমতাবস্থায় তিনি আরমুকাল্লাফ (দায়িত্বপ্রাপ্ত) বলে বিবেচিত হননা। এ অবস্থাকে পাগলামিও বলা যায় না। সমাপ্ত

শাহী ইবনেউছাইমীন রাহিমাঙ্গল্লাহ বলেছেন:

“নিম্নোক্ত শর্ত ব্যতিরেকে কারো উপর রোগ পালন করা ওয়াজিব হয় না:

১. বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া

২. সাবালগ হওয়া

৩. ইসলাম

৪. সক্ষমতা থাকা

৫. সংসারী (মুকিম)হওয়া, সফরেনাথাকা

৬. নারীদেরক্ষেত্রেহায়ে ওনিফাসমুক্তহওয়া

প্রথম শর্ত:

বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া। এরবিপরীতহলবুদ্ধি-বৈকল্যহওয়া। তাপাগলামিরকারণেহোকবার্ধক্যজনিতঅক্ষমতারকারণে হোকঅথবাকোন দুর্ঘটনারকারণেবোধশক্তিওঅনুভুতিশক্তিলোপ পেয়ে যাক। বিবেকবুদ্ধিলোপ পাওয়ারকারণে ব্যক্তিরউপরকোন শরয়িদায়িত্ববর্তায়ন। এরউপরভিত্তিকরেবলায়ায়ে, বৃদ্ধিব্যক্তিযদিবার্ধক্যজনিতঅক্ষমতারচরমপর্যায়েপৌঁছেতবেতাঁরউপররোগাবাফিদিয়া প্রদান করারদায়িত্ববর্তায়ন। কারণতাঁরবিবেকবুদ্ধিঅনুপস্থিত।”সমাপ্ত[লিকাউলবাবিল মাফতুহ (৪/২২০)]

পক্ষান্তরে ইতিপূর্বে যা গত হয়েছে সে সময়ের ক্ষেত্রে উনার অবস্থা যদি এমনই হয়ে থাকে যে উনার কোন জ্ঞান বাটপলক্ষি ছিল না তবে তাঁর উপর কোন সিয়াম বা কাফ্ফারানেই আর যদি তাঁর জ্ঞান ও বোধশক্তি থেকে থাকে কিন্তু রোগের কারণে সিয়াম ত্যাগ করে থাকেন সেক্ষেত্রে দুটি অবস্থা হতে পারে :

(১) যদি সে সময় তাঁর রোগমুক্তির আশা ছিল। কিন্তু তিনি সুস্থ না হয়ে রোগ আরো দীর্ঘায়িত হয়। তবে তার উপর কোন কিছু বর্তায় না। কারণ তাঁর ওয়াজিব ছিল সুস্থ হওয়ার পর কায়া আদায় করা। কিন্তু তিনি তো আর সুস্থ হননি।

(২) আরযদি অবস্থা এমন হয় যে, সেসময়েও তারসুস্থহওয়ার কোন

আশাছিলনাতবেতারপক্ষথেকেপ্রতিদিনেরপরিবর্তেকাফ্ফারাআদায়করাওয়াজিব। কাফফরাহচেএকজন মিসকীনকেঅর্ধসা‘পরিমাণ স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা। আপনারা যদি এ কাফফরাআদায় না করে থাকেন তবে তাঁরসম্পদথেকেতাআদায়করুন। আমরাআল্লাহতা‘আলারকাছেতাঁরসুস্থতা ও রোগ নিরাময়ের দোয়া করছিএবংআপনাদেরজন্যতাওফিক ওদৃঢ়তারপ্রার্থনাকরছি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।